দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 16 SEP 1992
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

13

শিক্ষাঙ্গনে

বরিশাল মেডিকেল কলেজের সমস্যা

বরিশাল মেডিকেল কলেজটি নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত হয়ে পড়েছে। ফলে, এখানকার শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ যেমন বিঘ্নিত হচ্ছে, তেমনি শিক্ষার মান যেই তিমরে ছিল সেই তিমিরেই রয়ে গেছে। প্রথমে আসা যাক কলেজের কথায়। ছাত্র সংখ্যা সমান হওয়া সত্ত্বেও ঢাকা মেডিকেল কলেজের তুলনায় বরিশাল মেডিকেল কলেজে শিক্ষকদের সংখ্যা প্রায় অর্ধেক। শিক্ষকদের অধিকাংশ পদ শূন্য। বেশ কয়েকটি বিভাগে কোন প্রফেসর নেই। এছাড়া অনেকেই অনুপস্থিত থাকেন।

লাইব্রেরীতে নতুন সংস্করণের বই খুবই কম। শুধু এক শিফটে বই দেয়া হয়। ল্যাবরেটরীতে যন্ত্রপাতি রি-এজেন্ট ও টেকনিশিয়ানের অভাব দীর্ঘদিনের। উপরন্তু বর্ষা মওসুমে ফিজিওলজী ও বায়োকেমিস্ট্রি ল্যাবের ছাদ চুইয়ে পানি পড়ার ফলে মূল্যবান জিনিসপত্র নষ্ট হচ্ছে। এখানকার ডিসেকশন হলে বেশীর ভাগ সময় ডেডবডি থাকে না। এনিম্যাল হাউজে কোন এনিম্যাল নেই। বরিশাল মেডিকেল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আজও একটি বাসের ব্যবস্থা হয়নি। শিক্ষার স্বার্থে শহরের বিভিন্ন স্থানে যেতে হলে বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়।

বরিশাল মেডিকেল কলেজের ছাত্রাবাসে 'সীট পলিটিক্স' দিন দিন মারাত্মক রূপ ধারণ করেছে। প্রতিবছর নতুন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির সময়ে সীট পলিটিক্স নিয়ে সংগঠনগুলোর মধ্যে তুমুল প্রতিযোগিতা চলে। মাঝে মাঝে তা সংঘর্ষে গড়ায়।

ছাত্রাবাসে পানি সরবরাহে প্রায়ই অনিয়ম দেখা যায়। সরবরাহকৃত পানিতে মাঝে মাঝে কেঁচো পাওয়া যায়। হোস্টেলের অধিকাংশ বাথরুম ও ল্যাট্রিন মেরামতের অভাবে ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ে আছে। হোস্টেলের ডাইনিংয়ের মান উন্নত নয়।

মস্তানদের উপদ্রব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। একটি চিহ্নিত চক্র নিরীহ ছাত্র-ছাত্রীদের ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

যা হোক, আশা করি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বরিশাল মেডিকেল কলেজকে এই দুরবস্থা থেকে উদ্ধারের জন্য আশু পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

—মইনুল ইসলাম হাসিব